১০৪০৭৪

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ৬২/২/চট্টগ্রাম-১৭০

তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: অভিযোগ বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন পন্থীছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার এর বিরুদ্ধে জনৈক হাজী ইউছুপ শাহ একখানা অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সার্বিক বিষয়ে মতামতসহ প্রতিবেদন নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

১৪.০২.২০২২

মো: সিদ্দিকুর রহমান
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক..... ০৪ ..... পাতা

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম;

১৪/০২/২০২২

নং-বামাশিবো/প্রশাসন/ ৬২/২/চট্টগ্রাম-১৭০

তারিখ: ০১ ফাল্গুন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম;
৪. জনাব হাজী ইউছুপ শাহ, (অভিযোগকারী), সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, পন্থীছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম;
৬. সভাপতি, পন্থীছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান, পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. অফিস কপি।

১৪/২/২২

মো: ওমর ফারুক
উপ-রেজিষ্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

১৪/০২/২০২২

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বরাবর,

মহাপরিচালক,

মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর,

বাংলাদেশ, ঢাকা।

বিষয় ঃ **পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদরাসা ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে।**

সূত্র ঃ আগামী ০৮/১১/২০২১ইং এর নির্বাচন স্থগিত করে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নে স্বাক্ষারকারী পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা এডহক কমিটির সভাপতি হই। সামনে মাদ্‌রাসা ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দাতা সদস্য, অভিভাবক সদস্যগণ মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে গেলে মাদ্‌রাসা সামনে কিছু সংখ্যক উশৃংখল যুবক ও কিছু সন্ত্রাসী তাদেরকে মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদেরকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে তাই সবাই ইজ্জত এর ভয়ে মনোনয় পত্র ক্রয় হতে বিরত থাকেন। মনোনয়ন পত্র বিক্রয়ের সময় মাদ্‌রাসা সুপার ও বদিউল আলম জসিম তাদের মনোনীত প্রার্থীর নিকট মনোনয়ন পত্র বিক্রী করেন। তার সাথে শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস ও জড়িত রয়েছেন। আমি সভাপতি হিসাবে মাদ্‌রসার সুপারকে টেলিফোন করিলে সে এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি নয়। মাদ্‌রাসা সুপার শহিদ উল্লাহ দীর্ঘ ২০ হইতে ৩০ বছর আনুমানিক একই মাদ্‌রাসায় চাকরি করিতেছেন। সে সীমাহীন দুর্নীতি বাজ এবং আন্ডারগাউন্ডে তিন চার জন্য শিবির কর্মী নিয়ে উক্ত মাদ্‌রাসাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে সভাপতি অন্যান্য কার্যকারি পরিষদকে তওক্কা না করে নিজ স্বার্থ হাছিলের জন্য তড়িগড়ি করে তপশীল ঘোষনা করিয়াছেন। উক্ত ঘটনা গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র ক্রয় না করে চলে যায় এবং তাহার সুষ্ট তদন্ত করা প্রয়োজন।

অতএব মহোদয়, আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কে ১৭/১১/২০২১ইং হইতে ২০/১১/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত মনোনয় পত্র ক্রয় করার সময় চলে গেছে। তাই নতুন ভাবে তফসিল গোষনা করে আমাদের অভিভাবক গন যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ কামনা করছি।

নিবেদক

২০/১১/২১

হাজী মোঃ ইউসুফ শাহ্
সভাপতি
পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল ও বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা
পন্থিছিলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : ০১৭১৬-৯৮২৩৬০

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বরাবর,

সহকারী পরিদর্শক

বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড,ঢাকা

চট্টগ্রাম অঞ্চল,চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ আগামী ০৮/১১/২০২১ইং এর নির্বাচন স্থগিত করে নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষনা।

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নে স্বাক্ষারকারী পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্রাসা এডহক কমিটির সভাপতি হই। সামনে মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দাতা সদস্য, ও অভিভাবক সদস্যগণ মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে গেলে মাদ্রাসা সামনে কিছু সংখ্যক উশৃংখল যুবক ও কিছু সন্ত্রাসী তাদেরকে মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদেরকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে তাই সবাই ইজ্জত এর ভয়ে মনোনয় পত্র ক্রয় হতে বিরত থাকেন। মনোনয়ন পত্র বিক্রয়ের সময় মাদ্রাসা সুপার ও বদিউল আলম জসিম তাদের মনোনীত প্রার্থীর নিকট মনোনয়ন পত্র বিক্রী করেন। তার সাথে শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস ও জড়িত রয়েছেন। আমি সভাপতি হিসাবে মাদ্রসার সুপারকে টেলিফোন করিলে সে এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি নয়। মাদ্রাসা সুপার শহিদ উল্লাহ দীর্ঘ ২০ হইতে ৩০ বছর আনুমানিক একই মাদ্রাসায় চাকরি করিতেছেন। সে সীমাহীন দুর্নীতি বাজ এবং আন্ডারগাউন্ডে তিন চার জন্য শিবির কর্মী নিয়ে উক্ত মাদ্রাসাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে সভাপতি অন্যান্য কার্যকারি পরিষদকে তওক্কা না করে নিজ স্বার্থ হাছিলের জন্য তড়িগড়ি করে তপশীল ঘোষনা করিয়াছেন। উক্ত ঘটনা গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র ক্রয় না করে চলে যায় এবং তাহার সুষ্ট তদন্ত করা প্রয়োজন।

অতএব মহোদয়, আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কে ১৭/১১/২০২১ইং হইতে ২০/১১/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত মনোনয় পত্র ক্রয় করার সময় চলে গেছে। তাই নতুন ভাবে তফসিল গোষনা করে আমাদের অভিভাবক গন যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ কামনা করছি।

নিবেদক

হাজী মোঃ ইউসুফ শাহ্ ২০/১১/২১

সভাপতি

পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল ও বিজ্ঞান মাদ্রাসা

পন্থিছিলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৭১৬-৯৮২৩৬০

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম
সহকারী পরিদর্শক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রাম।

বরাবর

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড

ঢাকা।

নিবেদন এই যে, আমরা সীতাকুণ্ড থানাধীন এয়াকুবনগর (পন্থিছিলা) গ্রামের অধিবাসী। অত্র গ্রামে "পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল বিজ্ঞান মাদ্রাসা" এর অবস্থান। উক্ত মাদ্রাসায় ০১/০১/১৯৯৪ইং সনে মাওলানা শহীদুল্লা (মোবাইল নং- ০১৮১৯৮০০৯২৮) সুপার পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ২০০৫ সালে মার্চ/এপ্রিলের দিকে উক্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিবাহ ও কাবিন রেজিস্ট্রারের কাজে ১৪/০৫/২০০৫ইং তারিখে সীতাকুণ্ড থানাধীন ২নং বারৈয়াঢালা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার জন্যে কাজী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। যার স্মারক নং- ৭/২/২৭/২০০২/৪২১। পরবর্তীতে তিন বৎসর যাবৎ কাজী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পর হিসাব করে দেখতে পান যে, কাজী পেশায় আয় এবং মাদ্রাসায় অবৈধ আয়ের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় কাজী পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং সরকারী নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মাদ্রাসায় সুপার পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত হন। উল্লেখ্য যে, যে তিন বৎসর তিনি কাজী হিসেবে কাজ করেছেন অর্থাৎ মাদ্রাসায় চাকুরী করেন নাই, সেই তিন বৎসরের সরকারী বেতন ভাতা সব কিছু দুর্নীতির মাধ্যমে ব্যাংক থেকে প্রায় ১১,০০,০০০/- টাকা উঠিয়ে নেন।

এই সমস্ত কাজ বা বিভিন্ন দুর্নীতি করার জন্য সহায়ক হয়েছে তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি। কারণ তৎকালীন এলাকার যে সমস্ত মুরব্বীগণ কমিটিতে ছিলেন তাদের কোন ভাল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা জ্ঞান ছিল না। কেউ কেউ হয়তোবা ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। উনাদেরকে এই চতুর লোকটি মামা, খালু ডেকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে সকল অপকর্ম চালিয়ে গেছেন।

১৯৯৪ সালে মাদ্রাসায় যোগদানের পরবর্তী ৫/৬ বৎসরের মধ্যে সে একটি পাকা বাড়ী বানিয়ে নিতে সমর্থ হয়, মাদ্রাসা ভবন (ব্যক্তিপর্যায়ে) দোতলা করার সময় এক ট্রাক রড কিনলে অর্ধেক তার বাড়ীতে এবং বাকী অর্ধেকটা মাদ্রাসায় আনলোড হত। এইভাবে সব নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে একই সময় একই মিস্ত্রী দিয়ে মাদ্রাসা ভবনের সাথে সাথে নিজের বাড়ির কাজও সম্পন্ন করেছেন।

এই লোকটি যে কত নির্লজ্জ, দুর্নীতিবাজ তা ছোট একটি উদাহরণ থেকে বুঝে নেয়া যায়। মাদ্রাসার সামনে থেকে সীতাকুণ্ড বাজার সিএনজি ভাড়া তৎকালীন ছিল ৫ টাকা। আসা যাওয়া ১০ টাকা সবারই জানা। কিন্তু সে মাদ্রাসায় খরচের ভাউচার দেয় ৪০০ টাকা, অথচ সিএনজি রিজার্ভ করে গেলেও আসা যাওয়া ১০০ টাকার উপরে লাগার কথা নয়।

মাদ্রাসায় লাইব্রেরী করবে এই মর্মে দুইটি ষ্টীলের বুক সেলফ বানিয়েছেন, কিন্তু কার নিকট থেকে এই টাকা নেওয়া হয়েছে বা কত টাকা নেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা দিয়ে সেলফগুলো বানিয়েছেন তার কোন রশিদ বা সেলফের বিল কোন টাই নাই। অনেক বলাবলির পরও কমিটির লোকজন উনার কাছ থেকে এই হিসাব নিতে পারেনি।

এই বুক সেলফ নিয়ে নুতন এক ব্যবসা শুরু করেছেন। বিভিন্নজনের কাছ থেকে গ্লাস লাগানোর কথা বলে টাকা নিচ্ছেন অথচ গ্লাস লাগাচ্ছেন না। বুক সেলফগুলো এখনো বারান্দায় পড়ে আছে। লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন অথচ রশিদ দিচ্ছে না। উনি একজন সুপার, তাই চক্ষু লজ্জায় লোকজন রশিদ চাইতেও পারেনা। এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে বেশীর ভাগ আত্মসাৎ মূলক অপকর্মগুলি চালিয়ে যাচ্ছেন।

মাদ্রাসা সংলগ্ন একটি হেফজ ও এতিমখানা ছিল। একমাত্র উনার দুর্নীতির কারণে ঐ প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ১০/১১ বৎসর পর আবার এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনসাধারণের উদ্যোগে একটি হেফজ ও এতিমখানা, একটি নুরানী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখন আবার উনার নজর পড়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উপর। উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদেরকে বিভিন্ন ধমক দিয়ে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন অজুহাতে। উনার দুর্নীতির হিসাব লিখে শেষ করা যাবে না।

এলাকার জনগণের প্রত্যাশা, উল্লেখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকিয়ে রাখার এবং দুর্নীতিমুক্ত করার নিমিত্তে সুপার শহীদুল্লাকে আইনের আওতায় আনা হউক এবং তার অবৈধ পুনঃ নিয়োগ ও সরকারী সুবিধা ভোগের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা গেল।

তারিখঃ ৬/১১/২০২১

নিবেদক

এলাকার সচেতন জনসাধারণের পক্ষে-

(হাজী ইউচুপ শাহ)

সভাপতি, এডহক কমিটি

পন্থিছিলা দাখিল মাদ্রাসা

সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

০১৭১৬৯৮২৩৬০

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

সীতাকুন্ড,চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ <u>পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে।</u>

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নে স্বাক্ষারকারী পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা এডহক কমিটির সভাপতি হই। সামনে মাদ্‌রাসা ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দাতা সদস্য, ও অভিভাবক সদস্যগণ মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে গেলে মাদ্‌রাসা সামনে কিছু সংখ্যাক উশৃঙ্খল যুবক ও কিছু সন্ত্রাসী তাদেরকে মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদেরকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে তাই সবাই ইজ্জত এর ভয়ে মনোনয় পত্র ক্রয় হতে বিরত থাকেন। মনোনয়ন পত্র বিক্রয়ের সময় মাদ্‌রাসা সুপার ও বদিউল আলম জসিম তাদের মনোনীত প্রার্থীর নিকট মনোনয়ন পত্র বিক্রী করেন। তার সাথে শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস ও জড়িত রয়েছেন। আমি সভাপতি হিসাবে মাদ্‌রসার সুপারকে টেলিফোন করিলে সে এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি নয় এত স্বাভাবিক ভাবে আমার প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র ক্রয় না করে চলে যায়।

অতএব মহোদয়, আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কে ১৭/১১/২০২১ইং হইতে ২০/১১/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত মনোনয় পত্র ক্রয় করার সময় চলে গেছে। তাই নতুন ভাবে তফসিল গোষনা করে আমাদের অভিভাবক গন যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ কামনা করছি।

নিবেদক

20/11/21

হাজী মোঃ ইউসুফ শাহ্

সভাপতি

পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল ও বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা

পন্থিছিলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল নং = 01716982360.

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

বরাবর

উপজেলা নির্বাহী অফিসার,

সীতাকুন্ড,চট্টগ্রাম।

বিষয় ঃ **পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদরাসা ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন প্রসঙ্গে।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নিম্নে স্বাক্ষারকারী পন্থিছিলা দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা এডহক কমিটির সভাপতি হই। সামনে মাদ্‌রাসা ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন। নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য দাতা সদস্য, ও অভিভাবক সদস্যগণ মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে গেলে মাদ্‌রাসা সামনে কিছু সংখ্যাক উশৃঙ্খল যুবক ও কিছু সন্ত্রাসী তাদেরকে মনোনয়ন পত্র ক্রয় করিতে বাধা দিচ্ছে এবং তাদেরকে জানে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে তাই সবাই ইজ্জত এর ভয়ে মনোনয় পত্র ক্রয় হতে বিরত থাকেন। মনোনয়ন পত্র বিক্রয়ের সময় মাদ্‌রাসা সুপার ও বদিউল আলম জসিম তাদের মনোনীত প্রার্থীর নিকট মনোনয়ন পত্র বিক্রী করেন। তার সাথে শিক্ষক আব্দুল কুদ্দুস ও জড়িত রয়েছেন। আমি সভাপতি হিসাবে মাদ্‌রসার সুপারকে টেলিফোন করিলে সে এই ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি নয় এত স্বাভাবিক ভাবে আমার প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র ক্রয় না করে চলে যায়।

অতএব মহোদয়, আপনি প্রিজাইডিং অফিসার কে ১৭/১১/২০২১ইং হইতে ২০/১১/২০২১ইং তারিখ পর্যন্ত মনোনয় পত্র ক্রয় করার সময় চলে গেছে। তাই নতুন ভাবে তফসিল গোষনা করে আমাদের অভিভাবক গন যাতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ব্যাপারে আপনার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ কামনা করছি।

নিবেদক

20/11/21

হাজী মোঃ ইউসুফ শাহ্

সভাপতি

পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল ও বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা

পন্থিছিলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল নং = 01716982360.

5/12/21

পন্থিছিলা ইসলামীয়া দাখিল মাদরাসা। সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন : ২০২১ ইং

খসড়া/ চুড়ান্ত ভোটার তালিকা-

দাতা সদস্য

ভোটার নং	দাতা সদস্যের নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
০১	হাজী মো : ইউসুফ শাহ্ পিতা : মরহুম মৌলভী সোলেমান শাহ	গ্রাম :এয়াকুবনগর (ফকিরপাড়া) ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০২	তৌসিফ ইসলাম পিতা : আলহাজ্ব শফ্কত্ পাশা চৌধুরী	গ্রাম কেদারখীল ডাকঘর : জাফরনগর উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৩	আবুল খায়ের মোহাম্মদ ওয়াহেদী পিতা : মরহুম ওয়াহেদুন্নবী	গ্রাম : হাজীপাড়া ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৪	ইসমাইল হোসেন পিতা : মরহুম বজল আহাম্মেদ	গ্রাম কেদারখীল ডাকঘর : জাফরনগর উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৫	নুরুল আমিন পিতা : মরহুম নুরুন্নবী	গ্রাম :এয়াকুবনগর (ফকিরপাড়া) ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৬	আলহাজ্ব মাইমুন উদ্দীন মামুন পিতা : মরহুম নজির আহম্মদ	গ্রাম :উত্তর মহাদেবপুর ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৭	আবুল কাশেম মো: ওয়াহেদী পিতা : মরহুম ওয়াহেদুন্নবী	গ্রাম : হাজীপাড়া ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৮	জনাব , আবুল মুনছুর আহম্মদ পিতা : জনাব , মরহুম জমির আহম্মদ	গ্রাম কেদারখীল ডাকঘর : জাফরনগর উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	
০৯	জনাব, আলহাজ্ব হাছিনা আক্তার স্বামী : আবুল কাশেম মো: ওয়াহেদী	গ্রাম : হাজীপাড়া ডাকঘর ও উপজেলা:সীতাকুণ্ড জেলা : চট্টগ্রাম	

তারিখ : ০৬/১২/২০২১ইং

বরাবর;

মাননীয়

চেয়ারম্যান মহোদয়,

মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড,

ঢাকা।

বিষয় : পন্থিছিলা ইসলামীয়া দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসার এডহক কমিটি পুনরায় গঠন প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

সালাম নিবেন, উপরোক্ত বিষয়ের উপর আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আলহাজ্ব মো: ইউসুপ শাহ্। পন্থিছিলা ইসলামীয়া দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসার বর্তমান সভাপতি ও দাতা সদস্য হই। আমাকে এডহক কমিটির সভাপতি হিসাবে ১৩/০৭/২০২১ইং তারিখ হতে অনুমোদন দেওয়া হয় এখন ও দেড় মাস পর্যন্ত কমিটির মেয়াদ রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মাদ্‌রাসার সুপার (শহিদ উল্লাহ) আমাকে কোন কিছু না জানিয়ে সব কিছু গোপন রেখে নিয়মিত কমিটির গঠন কল্পে প্রস্তাবনা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করে। অভিভাবকের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারন করে যাহা গত ১৫/১১/২০২১ইং তারিখ অভিভাবকের নির্বাচনে তফসিল ঘোষনা করে। উল্লেখ্য যে মাদ্‌রাসা সুপার এডহক কমিটির মেয়াদ থাকা সত্তে ও দূর্নীতির আশ্রয় প্রশ্রয়ে এলাকার বখাটে লোকজন দিয়ে নিয়মিত কমিটি গঠন করার জন্য জোর প্রচেষ্ঠা চালাচ্ছে। তাহা ছাড়া এডহক কমিটি গঠনে কোন চিঠি আমার হাতে দেওয়া হই নাই এবং কোন দাতা সদস্যকে ও সাধারণ সদস্যকে মনোনয়পত্র ক্রয় করার জন্য কোন চিঠি পত্র দেওয়া হই নাই। দাতা সদস্য ছাড়া কিভাবে নির্বাচন করিতেছে তাহা আমার/আমাদের বোধগম্য নয়। এছাড়াও সভাপতির অনুমতি ছাড়া গত নভেম্বর মাসের বেতন ব্যাংক হইতে কিভাবে টাকা উত্তোলন করিল তাহা জরুরি ভাবে তদন্ত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়কে অবহিত করলে তিনি আপনার নিকট দরখাস্ত করার পরামর্শ দেন।

অতএব,বিনীত আরজ উপরোক্ত বিষয়ে বিবেচনা করে পুনরায় এডহক কমিটি গঠন করার জন্য আপনার নিকট বিশেষ ভাবে আবেদন রইল।

শুভেচ্ছান্তে-

আলহাজ্ব হাজী মোঃ ইউসুপ শাহ্

সভাপতি ও দাতা দদস্য।

দাতা সদস্য ও সাধারণ সদস্যদের পক্ষ হইতে।

পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল বিজ্ঞান মাদ্‌রাসা

পন্থিছিলা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৭১৬-৯৮২৩৬০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
www.seo.sitakunda.chittagong.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.১০.১৫৮৬.০০০.০১.৩৩৮.২১.১৮৮ তারিখ: ১৫/ ১১ /২০২১খ্রি.

বিষয়: ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে [illegible] প্রিজাইডিং অফিসার [illegible] পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম [illegible] কমিটি নির্বাচনের নিমিত্তে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা [illegible] বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠন প্রবিধানমালা-২০০৯ এর আলোকে বিধি মোতাবেক তফসিল ঘোষণা করা হল।

নির্বাচনী তফসিল:

Ω মনোনয়ন পত্র গ্রহণ ও জমাদান	:	১৭/১১/২০২১ খ্রিঃ হতে ২০/১১/২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত
Ω মনোনয়ন পত্র বাছাই	:	২২/১১/২০২১ খ্রিঃ সোমবার (সকাল ১১.০০ঘটিকা) উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
Ω মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	:	২৪/১১/২০২১ খ্রিঃ বুধবার উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
Ω নির্বাচন	:	০৮/১২/২০২১ খ্রিঃ, বুধবার (সকাল ১০টা হতে একটানা বিকাল ৪টা পর্যন্ত)

বিঃদ্রঃ

Ω নির্বাচনী সকল কার্যক্রম অফিস চলাকালীন সময় সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

Ω মনোনয়নপত্র সুপার, পন্থিছিলা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার নিকট নির্ধারিত ফি প্রদান পূর্বক গ্রহণ ও পূরণ করে নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তার-ই কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

Ω খামের উপর প্রার্থীর শ্রেণি/ক্যাটাগরীর নাম উল্লেখ করতে হবে।

স্বাঃ
(এস. মোস্তফা আলম সরকার)
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
ও প্রিজাইডিং অফিসার
ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচন [illegible]
পন্থিছিলা ইসলামিয়া [illegible]
[illegible]

স্মারক নং- ৩৭.১০.১৫৮৬.০০০.০১.৩৩৮.২১.১৮৮
অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো:
১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
২। সুপার, পন্থিছিলা ইসলামী [illegible] দাখিল মাদ্রাসা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম [illegible]
[illegible] নোটিশ বোর্ড ও সকল [illegible]
[illegible]